রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

শুক্রবার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০২৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়

সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ

বিআরটিএ সংস্থাপন শাখা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ/২৫ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

নং **৩৫.০০.০০০০.০২০.২২.০৩১.২২-৬২**—সরকার ০৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ/২৫ মাঘ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ তারিখে 'মোটরযান স্ক্র্যাপ ও রিসাইক্লিং নীতিমালা, ২০২৬' অনুমোদন করেছে।

২। জনস্বার্থে জারীকৃত এ নীতিমালা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

আল-আমীন মোঃ নুরুল ইসলাম
উপসচিব।

মূল্য : টাকা ৮.০০

মোটরযান স্ক্র্যাপিং ও রিসাইক্লিং নীতিমালা, ২০২৬

প্রথম অধ্যায়: প্রারম্ভিক

১। ভূমিকা

১.১ বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম কারণ হিসাবে পরিবেশ দূষণকে বিবেচনা করা হয়। রাস্তায় চলমান যানবাহনের ক্রমবর্ধমান সংখ্যা, বিশেষ করে পুরানো যানবাহনসমূহ পরিবেশ দূষণের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করছে। বাংলাদেশের মোটরযানের জীবনচক্রের পরিসমাপ্তি ঘটানো বা এর ডিসপোজাল পদ্ধতি না থাকায় চলাচল অনুপযোগী, অচলঘোষিত, ইকোনমিক লাইফ বা মেয়াদ অতিক্রান্ত, দীর্ঘদিন ফিটনেস সনদবিহীন ইত্যাদি মোটরযান সড়ক বা মহাসড়কে চলাচল করছে এবং সড়ক নিরাপত্তা বিঘ্নিতসহ পরিবেশের ওপরে বিরূপ প্রভাব পড়েছে। পরিবেশবান্ধাব প্রক্রিয়ায় স্ক্র্যাপ করার মাধ্যমে এসব মোটরযানের জীবনচক্রের পরিসমাপ্তি ঘটালে বা ডিসপোজাল করা হলে সড়ক পরিবহণ সেক্টরে একদিকে যেমন সড়ক নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাবে অন্যদিকে পরিবেশ তথা বায়ু দূষণ হ্রাস পাবে। এছাড়া, স্ক্র্যাপকৃত মোটরযানের ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রাংশ বা উপাদানসমূহ পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়সহ অটোমোবাইল শিল্পে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

১.২ এ প্রেক্ষাপটে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ১২৪(থ) মোতাবেক মোটরযানের জীবনচক্রের পরিসমাপ্তি ঘটানো বা ডিসপোজাল বা নিষ্পত্তি করার লক্ষ্যে 'মোটরযান স্ক্র্যাপিং ও রিসাইক্লিং নীতিমালা, ২০২৬' প্রণয়ন করা হলো।

২। **সংজ্ঞার্থ**-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকলে, এই নীতিমালায়—

২.১ 'কর্তৃপক্ষ' অর্থ বাংলাদেশ সড়ক পরিবহণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৭-এর ধারা ২(গ)-এ উল্লিখিত 'কর্তৃপক্ষ'-কে বুঝাবে;

২.২ 'মোটরযান মালিক' অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২(৪৫)-এ উল্লিখিত মোটরযান মালিক-কে বুঝাবে;

২.৩ 'মোটরযান' অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ২(৪২)-এ উল্লিখিত মোটরযান-কে বুঝাবে;

২.৪ 'স্ক্র্যাপিং' অর্থ নির্ধারিত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোটরযানকে পরিবেশবান্ধব উপায়ে মোটরযানের উপাদানসমূহ পুনঃব্যবহার, পুনঃনির্মাণ ও রিসাইক্লিং ;

২.৫ 'স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযান' অর্থ এই নীতিমালার অনুচ্ছেদ-৪ এ বর্ণিত মোটরযানসমূহ;

২.৬ 'ইকোনমিক লাইফ' অর্থ সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ৩৬ অনুযায়ী সরকার কর্তৃক গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত ইকোনমিক লাইফ;

২.৭ 'স্ক্র্যাপ ভেন্ডর' অর্থ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক মোটরযান স্ক্র্যাপ করার উদ্দেশ্যে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; এবং

২.৮ 'অকেজো মোটরযান' অর্থ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মোটরযান অকেজো ঘোষণাকরণ ও নিষ্পত্তির নীতিমালা অনুযায়ী অকেজো ঘোষিত মোটরযান , আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিজস্ব নীতিমালা হিসাবে বা সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষিত মোটরযান এবং সড়কে চলাচলরত ব্যক্তি মালিকানাধীন যে-কোনো অযোগ্য মোটরযান।

৩। নীতিমালার উদ্দেশ্য

৩.১ চলাচল অনুপযোগী, অকেজো ঘোষিত, ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত মোটরযান সড়ক থেকে অপসারণপূর্বক স্ক্র্যাপিং ও রিসাইক্লিং-এর মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব উপায়ে বিনষ্ট বা নিষ্পত্তি করা;

৩.২ সড়ক নিরাপত্তা ও সড়ক পরিবহণ সেক্টরে শৃঙ্খলা বৃদ্ধি করা;

৩.৩ মোটরযানজনিত পরিবেশদূষণ বিশেষ করে বায়ু দূষণ হ্রাস করা এবং টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা;

৩.৪ স্ক্র্যাপকৃত মোটযানের ব্যবহারযোগ্য যন্ত্রাংশ বা উপাদানসমূহ পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন শিল্পের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয় করা;

৩.৫ অটোমোবাইল শিল্পের ব্যাপ্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা;

৩.৬ ফিটনেসবিহীন যানবাহনের সংখ্যা কমানোর জন্য প্রণোদনা প্রদান করা;

৩.৭ পরিবেশবান্ধব পদ্ধতিতে বৃত্তাকার অর্থনীতি (circular economy) উৎসাহিত করা; এবং

৩.৮ জ্বালানি সাশ্রয়ী মোটরযান ব্যবহার নিশ্চিত করা।

দ্বিতীয় অধ্যায় : স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযানের বৈশিষ্ট্য

৪। স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযান

৪.১ নির্ধারিত ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত এবং চলাচলের অযোগ্য মোটরযান;

৪.২ সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অকেজো ঘোষিত মোটরযান;

৪.৩ আগুন, বিস্ফোরক, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত মোটরযান, যা মেরামত করে চালানো আর্থিকভাবে লাভজনক নয় এরূপ মোটরযান;

৪.৪ আদালত বা উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রায় বা আদেশের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত বা ঘোষিত মোটরযান;

৪.৫ স্বেচ্ছায় স্ক্র্যাপের উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত ভেন্ডর বরাবর হস্তান্তরকৃত মোটরযান;

৪.৬ অননুমোদিতভাবে উৎপাদিত মোটরযান;

৪.৭ অননুমোদিতভাবে উৎপাদিত মোটরযান যার প্রকৃতি বা আকৃতি কর্তৃপক্ষের অনুমোদন ব্যতীত পরিবর্তন করা হয়েছে;

৪.৮ যুক্তিসঙ্গাতকারণ ব্যতীত ১ (এক) বছরের অধিক সময় ধরে ফিটনেস খেলাপি মোটরযান;

৪.৯ উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পরীক্ষায় মোটরযানের নিঃসরণ 'বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২' এর নির্ধারিত মান এক মাসে তিনবার অতিক্রান্ত যে কোনো মোটরযান; এবং

৪.১০ সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষিত যে-কোনো মোটরযান;

৫। স্ক্র্যাপিং প্রক্রিয়া

৫.১ স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযান মালিক মূল কাগজপত্রাদিসহ সংশ্লিষ্ট মোটরযান রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত ফর্মে আবেদন করবে;

৫.২ যাচাই-বাছাইঅন্তে সংশ্লিষ্ট মোটরযানটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োজিত বা অনুমোদিত ভেন্ডরের নিকট হস্তান্তর করবে;

৫.৩ স্ক্র্যাপ করার উদ্দেশ্যে কেবল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়োগকৃত স্ক্র্যাপ ভেন্ডর স্ক্র্যাপ কার্যক্রম সম্পাদন করবে;

৫.৪ মোটরযান স্ক্র্যাপ করার পূর্বে উক্ত মোটরযানের বিরুদ্ধে কোনো মামলা বা দায় আছে কি না, তা যাচাই করতে হবে;

৫.৫ যে-কোনো সময় স্ক্র্যাপ ভেন্ডরের কার্যক্রম কর্তৃপক্ষ অডিট বা পরিদর্শন করতে পারবে;

৫.৬ পরিত্যক্ত ফিটনেসবিহীন বা উপর্যুপরি দূষণকারী মোটরযানের ক্ষেত্রে আদালত বা বাংলাদেশ পুলিশ বা কাস্টমস বা অন্য যে-কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে স্ক্র্যাপ করার নিমিত্ত কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করলে, কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে;

৫.৭ বাংলাদেশ পুলিশ অথবা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযান আটককৃতহলে, উক্ত যানবাহন স্ক্র্যাপ করার জন্য মোটরযান নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। তবে এক্ষেত্রে মোটরযান মালিককে ন্যূনতম ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিস প্রদান করতে হবে এবং লিখিত আপত্তি জানানোর সুযোগ দিতে হবে;

৫.৮ স্ক্র্যাপ ভেন্ডর মোটযানের চেসিস এমনভাবে বিনষ্ট করবে, যাতে অন্য কোনো মোটরযানে তা ব্যবহার অনুপযোগী থাকে;

৫.৯ স্ক্র্যাপকৃত মোটরযানের কাগজপত্র ও রেকর্ডসমূহ ভেন্ডর প্রতিষ্ঠান ও কর্তৃপক্ষ উভয়ই সংরক্ষণ করবে;

৫.১০ স্ক্র্যাপকৃত বিভিন্ন ধরনের মোটরযানের ধ্বংসাবশেষ স্ক্র্যাপ ভেন্ডর নির্ধারিত পদ্ধতিতে শ্রেণিবিন্যাস করে যথাযথ উপায়ে সংরক্ষণ করবে এবং বিধি মোতাবেক নিষ্পত্তি করবে;

৫.১১ স্ক্র্যাপ করার পর সংশ্লিষ্ট মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন নম্বরসংশ্লিষ্ট মোটরযান নিবন্ধন বা রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ বাতিলপূর্বক কর্তৃপক্ষের ওয়েবসাইটে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রকাশ করবে;

৫.১২ স্ক্র্যাপ ভেন্ডর সকল প্রক্রিয়া শেষে মোটরযান বিনষ্টকরণের পর সংশ্লিষ্ট মোটরযান রেজিস্ট্রেশন কর্তৃপক্ষ অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ভেবিক্যাল স্ক্র্যাপিং সার্টিফিকেট (certificate of vehicle scrapping) ইস্যু করবে;

৫.১৩ কর্তৃপক্ষ স্ক্র্যাপ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযানের শ্রেণি অনুযায়ী অবচয়ন বা ক্ষয়মান প্রকৃতি হিসাব করে নিম্নবর্ণিত কমিটির মাধ্যমে নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্ক্র্যাপ মূল্য নির্ধারণসহ মোটযানের কোন কোন অংশ রিসাইকেলযোগ্য হিসাবে বাজারজাত করা যাবে, তা নির্ধারণ করবেঃ

ক্রম	পদবি ও কর্মস্থল	কমিটিতে অবস্থান
১.	পরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ সদর কার্যালয়	সভাপতি
২.	পরিবহণ কমিশনারের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৩.	পরিবেশ অধিদপ্তরের একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৪.	সরকারি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন যন্ত্র প্রকৌশলী	সদস্য
৫.	পরিবহণ মালিক সমিতির (গণপরিবহণ) একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৬.	পরিবহণ মালিক সমিতির (পণ্যপরিবহণ) একজন উপযুক্ত প্রতিনিধি	সদস্য
৭.	অটোমোবাইল ব্যবসায়ী সমিতির একজন প্রতিনিধি	সদস্য
৮.	উপপরিচালক (ইঞ্জিনিয়ারিং), বিআরটিএ সদর কার্যালয়	সদস্য-সচিব

তবে শর্ত থাকে যে, মূল্য নির্ধারণের জন্য স্ক্র্যাপ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে না এবং স্ক্র্যাপকারী কর্তৃপক্ষ Recyclable অংশ বিষয়ে Due Diligence অনুসরণ করবে।

৫.১৪ কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে প্রয়োজনীয়সংখ্যক সদস্য নিয়ে ৫.১৩ এর অনুসরণ করে কমিটি গঠন করতে পারবে;

৫.১৫ স্ক্র্যাপকৃত যানবাহনের যেসকল অংশ বা যন্ত্রাংশ পুনঃপ্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবহার করা যাবে সেগুলো বিক্রয়ের জন্য ভেন্ডর বাজারজাত করতে পারবে;

৫.১৬ ভেন্ডর স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযানের মূল্য মোটরযান মালিকের ব্যাংক হিসাবে জমা প্রদান করে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করবে; এবং

৫.১৭ অনুমতি প্রাপ্তির পর ভেন্ডর কর্তৃক কার্যাদেশ প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যাদিবসের মধ্যে নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব উপায়ে স্ক্র্যাপ নিষ্পত্তি করতে হবে।

তৃতীয় অধ্যায় : স্ক্র্যাপ ভেন্ডর নির্বাচন

৬। স্ক্র্যাপ ভেন্ডর নির্বাচন ও যোগ্যতা

৬.১ কর্তৃপক্ষ উন্মুক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্ধারিত সময়ের জন্য এক বা একাধিক স্ক্র্যাপ ভেন্ডর নিয়োগ করবে;

৬.২ স্ক্র্যাপ ভেন্ডর ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বিআরটিএ-এর নিকট রেজিস্টার্ড হতে হবে;

৬.৩ স্ক্র্যাপ ভেন্ডরের প্রয়োজনীয়সংখ্যক আধুনিক উপকরণ থাকতে হবে। যেমন-গ্যাস কাটার, ক্রেন, শ্রেডার মেশিন, রেকার ও হাইড্রোলিক প্রেস মেশিনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি;

৬.৪ পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র;

৬.৫ প্রয়োজনীয় জনবল, আর্থিক সংগতি, ন্যূনতম ৫০(পঞ্চাশ) টি মোটরযান সংরক্ষণের উপযুক্ত জায়গা (space) থাকতে হবে;

৬.৬ অগ্নিনিরাপত্তায় ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-এর ছাড়পত্র; এবং

৬.৭ এছাড়া, কর্তৃপক্ষ নির্দেশিত অন্যান্য যোগ্যতা ও উপকরণাদি।

৭। আপিল ও অভিযোগ নিষ্পত্তি

৭.১ নীতিমালার অধীন কোনো সিদ্ধান্তে সংক্ষুব্ধ যে কেউ আপিল করতে পারবে; এবং

৭.২ আপিল নিষ্পত্তির জন্য চেয়ারম্যান, বিআরটিএ-এর নেতৃত্বে ৩ (তিন) সদস্যবিশিষ্ট ১টি আপিল বোর্ড গঠন করা হবে।

চতুর্থ অধ্যায়; বিবিধ

৮। অন্যান্য বিষয়

৮.১ নতুন মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপ সার্টিফিকেটের বিপরীতে মোটরযানের মালিক বা তার বৈধ উত্তরাধিকারীকে, সরকার, সময়ে সময়ে বিশেষ সুবিধা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আর্থিক প্রণোদনা প্রদান করতে পরবে;

৮.২ ইকোনমিক লাইফ অতিক্রান্ত মোটরযান স্ক্র্যাপ ব্যতীত একই ব্যক্তি নতুন বা পুরাতন কোনো মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন গ্রহণ করতে পারবেন না। তবে স্ক্র্যাপযোগ্য মোটরযান মালিকের আবেদনটি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গৃহীত হলে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে নতুন বা পুরাতন মোটরযান রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে;

৮.৩ কোনো মোটরযান মালিক যদি এই নীতিমালার ব্যত্যয় ঘটায়, তবে তা অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে এবং তার বিরুদ্ধে সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮-এর ধারা ১০৪ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;

৮.৪ স্ক্র্যাপিং প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য কর্তৃপক্ষের একটি আলাদা শাখা থাকবে;

৮.৫ স্ক্র্যাপিং প্রক্রিয়া সম্পাদন করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের গাইডলাইন এবং ফর্ম প্রস্তুত করতে পারবে; এবং

৮.৬ মোটরযান স্ক্র্যাপ সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) এর মাধ্যমে পরিচালিত হবে।

৯। নীতিমালা সংশোধন বা সংযোজন বা পরিবর্তন

৯.১ এই নীতিমালা গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ হতে কার্যকর হবে। সরকার প্রয়োজনে সংশোধন বা সংযোজন বা পরিবর্তন বা পরিমার্জন করতে পারবে।

১০। আইনের প্রাধান্য

১০.১ এই নীতিমালায় আইন ও বিধির সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোনো কিছু থাকলে সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আইন ও বিধিমালা প্রাধান্য পাবে।

মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd